দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 22 MAY 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

ঢাকায় আর নতুন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যাবে না

মোশতাক আহমেদ ॥ রাজধানী ঢাকায় নতুন করে আর কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নামে কোচিংয়ের মতো শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য বন্ধ করতেই মূলত শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঢাকায় নতুন করে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে। বিষয়টিকে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নয়া চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম জনকণ্ঠকে জানান, বিষয়টি তিনিও শুনেছেন। তাঁর ভাষায় এই সিদ্ধান্ত খুবই ইতিবাচক। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ঢাকা শহরের ভেতর সীমাবদ্ধ না রেখে আশপাশের এলাকা এবং বিভিন্ন জেলায় বিকেন্দ্রীকরণ করা উচিত। তাঁর মতে বর্তমানে রাজধানীতে যেসব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আছে যাদের নিজস্ব জায়গা নেই তাদেরও ক্রমান্বয়ে ঢাকার বাইরে নিয়ে যাওয়া উচিত। আর যারা বাইরে যাবে তাদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ইনসেনটিভ দিয়ে উৎসাহ দেয়া উচিত।

সূত্রমতে দেশের উচ্চ শিক্ষার চাহিদা ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ও সেগুলোতে আসন সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত না হওয়ায় উচ্চ শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সুষমভাবে সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৯২ জারির পর দেশে ৫৬টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য ও নীতি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারেনি। বরং ব্যবসার বড় হাতিয়ার হিসেবে এক পর্যায়ে নিয়মনীতি ছাড়াই বেপরোয়াভাবে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠতে

(১১- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

ঢাকায় আর নতুন

(১২-এর পাতার পর)

থাকে। এর মধ্যে অযোগ্য হওয়ায় ৫টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বাকি ৫১টির মধ্যেও বেশির ভাগ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অনিয়মের সাগরে ভাসছে। নৈরাজ্য, অব্যবস্থা আর বিশৃঙ্খলাই হয়ে পড়ছে শিক্ষা বাণিজ্যকারী এসব প্রতিষ্ঠানের মূল চিত্র। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই চলছে শিক্ষার নামে এ বাণিজ্য। নামে বিশ্ববিদ্যালয় হলেও বেশির ভাগ মানুষ এগুলোকে ব্যঙ্গ করে উচ্চ শিক্ষার স্কুল হিসেবে আখ্যায়িত করছে। অনেকে সার্টিফিকেট বিক্রির দোকানও বলছেন।

বর্তমানে দেশে ৫১টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চল্লিশটিরও বেশি অবস্থিত রাজধানী ঢাকায়। এর মধ্যে দু'চারটি বাদে বাকি সব কয়টিই ভাড়া বাড়িতে অবস্থিত। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে ভাড়া করা এসব বাড়িতে একই সঙ্গে চলছে গার্মেন্টস, মার্কেট, ব্যাংক, বীমা অফিস এবং বিশ্ববিদ্যালয়। রাজধানীর চল্লিশোর্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বেশির ভাগই আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকা, বাসস্ট্যান্ডসংলগ্ন রাস্তার পাশে কিন্ডার গার্টেন স্কুলের মতো গড়ে উঠেছে। স্বল্প পরিবেশে ঘিঞ্জি পরিবেশে স্থাপিত হয়েছে এসব বিশ্ববিদ্যালয়। কাকলী মোড় থেকে বনানী পর্যন্ত আট থেকে দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান। এসব বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়েই অবকাঠামো গত সমস্যা রয়েছে। ক্লাস নেই, নেই বসার রুম। এক কথায় পড়াশোনার কোন পরিবেশ নেই। ঢাকায় কোথাও কোথাও একই বিল্ডিংয়ে দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। পড়াশোনার পরিবেশ না থাকলেও চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে ছাত্রদের আকৃষ্ট করা হচ্ছে।

খোদ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনেই ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে ওঠা এসব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মান সবচেয়ে খারাপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে নানাবিধ অব্যবস্থা ও অসঙ্গতি লেগেই আছে। অনেক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই, রেজিস্ট্রার নেই; পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নেই। এমনকি উপাচার্য পর্যন্ত নেই। অনেক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাসে টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট মেলে। মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদন ছাড়াই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন অনুষদ, নতুন নতুন বিভাগ খোলা হচ্ছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিতে অস্বচ্ছতা ও অনিয়মের আশ্রয় নেয়া হয়। শিক্ষক নিয়োগে মঞ্জুরি কমিশনের নীতিমালা মানা হয় না। উত্তরপত্র মূল্যায়নেও অনিয়ম হয়।

এমনি পরিস্থিতিতে নতুন করে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনের জন্য জমাকৃত আবেদনপত্র যাছাই-বাছাই করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ সংক্রান্ত কমিটির প্রথম বৈঠকেই রবিবার ঢাকা শহরে নতুন করে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন না দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কমিটির সভাপতি শিক্ষা সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। সভায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।